অনুচ্ছেদ ২২: নির্বাচন সংক্রান্ত বিধান

১) শুধুমাত্র অ্যাসোসিয়েশনের তালিকাভুক্ত সাধারণ সদস্য (পূর্ণ চাঁদা পরিশোধ সাপেক্ষে) এবং আজীবন সদস্য কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন।

২) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যৌথভাবে নির্বাচন কমিশন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির তিন বছর মেয়াদকালের পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে এবং কমিশন গঠিত হবার ১৫ দিনের মধ্যে চলমান কার্যনির্বাহী কমিটি যাবতীয় হিসাব নিকাশ এবং অডিট রিপোর্ট নির্বাচন কমিশন বরাবর পেশ করবে। উক্ত নির্বাচন কমিশন গঠন হওয়ার পর ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে। নির্বাচনের তারিখ চলমান কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদপূর্তির অন্তত ১০ (দশ) দিন পূর্বে নির্ধারিত হইবে।

৩) যদি নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত না হয়, তবে সিনিয়র সহ-সভাপতি, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক, উপদেষ্টা মণ্ডলীর পরামর্শক্রমে একটি ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট অ্যাডহক কমিটি গঠন করবেন। উক্ত অ্যাডহক কমিটি ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবে।

৪) এরপরও যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশন গঠন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয়, তবে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্ধারিত মেয়াদ পূর্তির সঙ্গে সঙ্গে সকল পদের মেয়াদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাপ্ত হবে এবং কমিটি স্বনিয়মে বিলুপ্ত বলে গন্য হবে। এ পরিস্থিতিতে পদাধিকারবলে প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষকের নিকট সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত হবে। উভয়ের সম্মতিক্রমে সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ তিনজন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যসহ মোট পাঁচ (৫) সদস্য বিশিষ্ট একটি অ্যাডহক কমিটি তথা নির্বাচনকালীন কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে একটি নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করবে এবং নির্বাচন কমিশন ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে

নির্বাচন সম্পন্ন করবে। নির্বাচন শেষে সর্বোচ্চ ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়িত্ব অর্পণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ২৩: নির্বাচন কমিশন গঠন

১) কার্যনির্বাহী পরিষদ উপদেষ্টা পরিষদের মধ্য থেকে ৫ সদস্য বিশিষ্ঠ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে, যেখানে ১ জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও ৪ জন নির্বাচন কমিশনার থাকবে। তবে ৫ জন সদস্যের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ ৩ জন অবশ্যই প্রাক্তন শিক্ষার্থী হতে হবে। নির্বাচন কমিশনারগণের কমপক্ষে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। উক্ত কমিশনই নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২) প্রতি ৩ বছর অন্তর কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন কার্যনির্বাহী কমিটির সহযোগিতায় গঠনতন্ত্র/বিধি মোতাবেক তফসিল ঘোষণার পূর্বে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে যথাযথভাবে প্রকাশ করবেন।

৩) নির্বাচন কমিশনের কোনো সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। তবে তারা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকলে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

৪) নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৫) নির্বাচনের সকল ব্যয় মনোনয়ন ফরম বিক্রির আয় থেকে এবং প্রয়োজনে অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল থেকে নির্বাহ করা হবে।

৬) প্রার্থীর এজেন্টের উপস্থিতিতে ভোট গ্রহণ, গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

৭) কোনো পদে দুইজন প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সমান হলে নির্বাচন কমিশন লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারণ করবেন।

৮) একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ দুইবার সভাপতি পদে নির্বাচিত হতে পারবেন।

৯) কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্য ব্যতীত অন্যান্য সকল পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে নির্বাহী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে ইচ্ছুক সকলকে মনোনয়ন ফরম ক্রয় ও জমা দিতে হবে।

১০) সদ্য নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বিতীয় সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রতি পদের বিপরীতে মনোনয়ন ফরম ক্রয়কারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে অনির্বাচিত পদসমূহ এবং নির্বাচনযোগ্য পদ সমূহের মধ্যে যদি কোনো পদে উপযুক্ত মনোনয়ন পত্র পাওয়া যায় নি এমন হয়ে থাকলে সে সকল পদ পূরণ করা হবে।

১১) কার্যনির্বাহী কমিটির বিভিন্ন পদের জন্য মনোনয়ন ফরমের মূল্য নিম্নরূপঃ

সভাপতি: ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা

সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সভাপতি: ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা

সম্পাদকীয় পদসমূহ: ২০০০ (দুই হাজার) টাকা

সহ-সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্য: ১০০০ (এক হাজার) টাকা।

অনুচ্ছেদ ২৪: প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক কমিটি ও কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন প্রক্রিয়া

১) গঠনতন্ত্রে যা ই থাকুক না কেন, প্রতিষ্ঠাকালীন কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন ব্যতীত বাছাই (সিলেকশন) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হবে। প্রতিষ্ঠাকালীন তথা আহ্বায়ক কমিটির সদস্যগণ (উপদেষ্টা মণ্ডলী ব্যতীত) সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠাকালীন কার্যনির্বাহী কমিটির বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করবেন।

২) প্রতিষ্ঠাকালীন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্ধারিত পূর্ণ মেয়াদ দায়িত্ব পালন সম্পন্ন করার পর, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যথারীতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং পরবর্তীতে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করবে।

অনুচ্ছেদ ২৫: **নির্বাচনোত্তর কার্যক্রম**

১) **ফলাফল ঘোষণা:** নির্বাচন সম্পাদনের সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করবে। ফলাফলের স্বাক্ষরিত কপি অনলাইন ও অফলাইন সকল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করতে হবে।

২) **ফলাফল হস্তান্তর:** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্বাক্ষরিত চূড়ান্ত ফলাফলের একটি কপি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রধান উপদেষ্টা বরাবর প্রেরণ করতে হবে (সরাসরি/চিঠি/ই-মেইল/ হোয়াটসঅ্যাপে)।

৩) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা পরবর্তীতে এবং দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে সকল নির্বাচিত সদস্য নির্দিষ্ট পদের বিপরীতে নির্ধারিত আবশ্যিক বাৎসরিক ফি জমাদান করবে এবং পরিশিষ্ট ৫- স্ব-ঘোষণাপত্র (Self-Declaration Form) স্বাক্ষর করে আনুষ্ঠানিক দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। তবে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন থেকে নির্বাচিত সদস্যগণের দায়িত্ব গ্রহণের সময়কাল ১৫ (পনেরো) দিনের বেশি হবে না। নির্বাচিত সদস্যগণ স্বাক্ষরিত ডকুমেন্টসমূহ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে জমাদান করবেন ।

৪) **কমিশনের বিলুপ্তি:** নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে চলতি নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কেন্দ্রিক যাবতীয় ডকুমেন্টসমুহ নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এর নিকট হস্তান্তর করবেন এবং কমিশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে।